হে বোন,

যদি জান্নাতে যেতে চাও

বই | হে বোন, যদি জান্নাতে যেতে চাও
মূল | শাইখ নিদা আবু আহমাদ
অনুবাদক | আব্দুল্লাহ ইউসুফ
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

হে বোন,

যদি জান্নাতে যেতে চাও

শাইখ নিদা আবু আহমাদ

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

হে বোন, যদি জান্নাতে যেতে চাও

শাইখ নিদা আবু আহমাদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি / অক্টোবর ২০২২ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৩৬ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ┆ ০৭

হে বোন, স্মরণ রেখো, মৃত্যু ধেয়ে আসছে ┆ ১৫

হে বোন, তোমাকে কবরে প্রবেশ করানোর দৃশ্যটি কল্পনা করো... ┆ ১৭

হে বোন, কিয়ামতের বিভীষিকার কথা একটু ভাবো ┆ ১৯

হে বোন, পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে
দণ্ডায়মান হওয়ার দৃশ্যটি চিন্তা করো ┆ ২১

হে বোন, স্মরণ করো, সেদিন তোমার
অঙ্গগুলো তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে ┆ ২৩

হে বোন, আমলনামার উড়তে থাকার দৃশ্যটি ভাবো ┆ ২৫

হে বোন, মিজানের দৃশ্যটি চিন্তা করো ┆ ২৭

হে বোন, জাহান্নামকে নিয়ে আসার দৃশ্যটি কল্পনা করো ┆ ২৮

হে বোন, দুনিয়ার সমুদয় নিয়ামত
একবার জাহান্নামে ডুব দেওয়ার সমতুল্য হবে না ┆ ৩০

হে বোন, পুলসিরাতের নিদারুণ দৃশ্যের কথা কল্পনা করো ┆ ৩৮

১. হে বোন, তোমার অভিশপ্ত হওয়া আমি মানতে পারি না ┆ ৪৩

২. হে বোন, তোমার মুনাফিকদের
মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার সহ্য হয় না ┆ ৪৩

৩. হে বোন, আমি চাই না তুমি প্রকাশ্য গুনাহকারী হও ┆ ৪৪

৪. হে বোন, আমি চাই না তুমি এমন কোনো অস্ত্র বা হাতিয়ার হও, যা দ্বারা ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় ¦ ৪৫

৫. হে বোন, জাহিলি যুগের মতো তোমার প্রকাশিত হওয়ার প্রতি আমি সন্তুষ্ট নই ¦ ৪৯

৬. হে বোন, আমি চাই না মিজানে
তোমার পাপের পাল্লা ভারী হোক ¦ ৫২

৭. হে বোন, যারা আখিরাতের প্রতি উদাসীন হয়ে দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আমি চাই না তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও ¦ ৫৩

৮. হে বোন, আমি চাই না তুমি
দীর্ঘ আশার কারণে মন্দ আমল করো ¦ ৬০

৯. হে বোন, আমি চাই না তুমি লজ্জাহীন হও ¦ ৬৮

১০. হে বোন, যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে পছন্দ করে, আমি চাই না তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও ¦ ৭৪

১১. হে বোন, আমি চাই না হাশরের মাঠে
তুমি কাফির নারীদের সাথে উত্থিত হও ¦ ৭৫

১২. তুমি জাহান্নামি হবে, আমি সইতে পারব বোন! ¦ ৭৬

তাওবার শর্ত ¦ ৮৩

পর্দার শর্ত ¦ ৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

إن الحمد لله تعالي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মরো না।'[১]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।
২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহ ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথা মেনে চললে অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করবে।'[৩]

'নিশ্চয় সবচেয়ে সত্য কথা হলো আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো নব আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ। আর সকল নব আবিষ্কৃত বিষয়ই বিদআত। আর সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং সকল ভ্রষ্টতার শেষ পরিণাম জাহান্নাম।'

পর-সমাচার...

আমার কিছু বোন আছে, যারা ফরজ বিধান পর্দা ছেড়ে খোলামেলা চলাফেরা করে, আপন প্রতিপালকের অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে। পুরো আলোচনাজুড়ে তাদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন রাখতে চাই, প্রিয় বোন, জান্নাতে যেতে চাও?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশ্যই তুমি জান্নাতে যেতে চাও। যদি তা-ই হয়, তাহলে আজ তোমাকে এমন একজন ভাইয়ের হৃদয়গ্রাহী কিছু উপদেশ ও তিরস্কার শুনতে হবে, যে তোমার জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করে এবং তোমার প্রতি আল্লাহর শাস্তি আরোপিত হওয়ার আশঙ্কা রাখে। তুমি ভুল বুঝো না আমায়, রাগ-অভিমান রেখো না আমার প্রতি। তোমার উচিত আমার প্রশ্নটির সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা।

এটি কেবলই তোমার প্রতি আমার কিছু উপদেশগাথা। যা দ্বারা আমি তোমার উপকার করতে চেয়েছি এবং তোমাকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে চেয়েছি। কারণ, দ্বীন হচ্ছে নাসিহাহ। পরস্পরের কল্যাণকামিতাই দ্বীনের মূল প্রতিপাদ্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

---

৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

'আমি তো যথাসাধ্য শোধরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।'[৪]

তাই দরদি কণ্ঠে একজন সতর্ককারী ও উপদেশদাতা হিসেবে তোমাকে বলছি...

হে আমার বোন, একটু দাঁড়াও। সামান্য সময় নিজেকে নিয়ে একটু ভাবো এবং নফসকে বলো—

হে নফস, আগামী দিন তুমি আমাকে কেমন রাখবে?! তুমি তো দেখেছ, জান্নাতিদের চতুষ্পার্শ্বে আলো ঝলমল করছে। তাদের আমলের নুরগুলো ছোটাছুটি করছে। কিন্তু তোমার আর তাদের মাঝে তো আড়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে। বেড়েছে অনেক দূরত্ব। এখন কি পরিতাপ কোনো কাজে আসবে তোমার? আক্ষেপ-আফসোসে কি আর কিছু হবে এখন? আবার দুনিয়াতে ফিরে আশার ইচ্ছেটাও কি আর পূরণ হবে?

হে নফস, যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়েছে, তাদের দেখোনি? তাদের নিয়ে কখনো ভাবোনি? কী ছিল তারা? আর কী হলো তাদের? সেদিনও যারা ছিল জীবিত, আজ তারাই হয়ে গেল মৃত। কীভাবে তারা রাশি রাশি সম্পদ জমা করেছিল এবং কয়েকদিনের ব্যবধানে সেগুলোই অকেজো পড়ে রইল! যেসব সুবিশাল মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল তারা, আজ সেগুলোই হয়ে গেল বিরানভূমি। গতকালও যারা বড় বড় আশার পাহাড় বুনেছিল, আজ সব আশাই ধোঁকায় পরিণত হলো। তাদের এসব করুণ পরিণতি দেখে একটুও ভাবোনি?

৪. সুরা হুদ, ১১ : ৮৮।

ধ্বংস হোক তোমার হে নফস! তাদের দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করতে পারলে না? তাদের পরিণতি দেখে একটুখানি শিক্ষাও গ্রহণ করলে না? তবে কি তুমি ভাবছ, তারা পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছে; কিন্তু তোমার যেতে হবে না? এমনটাই ভাবনা তোমার? নাহ... কখনোই তা হবে না। তোমার ধারণা কতই না মন্দ! যেদিন তোমার মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়েছ, সেদিন থেকেই তোমার জীবন ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে পড়ছে। আফসোস তোমার জন্য হে নফস! তুমি যেই আখিরাত থেকে বিমুখ হয়ে ঘুরছ; অথচ সেই আখিরাতই তোমার দিকে ধেয়ে আসছে। তুমি যেই দুনিয়া পাওয়ার লালসায় দিনরাত ছুটছ; অথচ সেই দুনিয়াই তোমার থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। মানুষ ভবিষ্যৎকে নিয়ে কত শত স্বপ্ন বুনে; কিন্তু তা পূরণ করতে পারে না। জীবনে কত আশা লালন করে; কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

বড়ই দুঃখ হয় তোমার জন্য হে নফস! তুমি কত বড় মূর্খ! তুমি কি জানো না, তোমার সামনে কেবল দুটি পথ খোলা আছে—হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম? আর দুটির যেকোনো একটির দিকে তোমাকে যেতেই হবে? কিন্তু তোমার অবস্থা তো বিস্মিত হওয়ার মতো। আনন্দ-উৎফুল্লতা, হাসি-তামাশা, দম্ভ-অহংকার ও হেলায়-খেলায় ব্যস্ত তুমি। অথচ তোমার সামনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পড়ে আছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করছ না তুমি। মনে রেখো, আজ বা কাল ঠিকই মৃত্যু তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

হে নফস, কী অবস্থা হবে তোমার, যখন মৃত্যুযন্ত্রণা এসে দরজায় করাঘাত করতে থাকবে এবং আত্মা কণ্ঠনালিতে পৌঁছে যাবে?! যেতে তো হবেই আল্লাহর কাছে। খুব দুঃখ হয় তোমার জন্য। যেদিন সকল মানুষ একই ময়দানে মিলিত হবে, সেদিন কী অবস্থা হবে তোমার? আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ

'যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না।'[৫]

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

৫. সুরা গাফির, ৪০ : ১৬।

'হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম!'[১১]

يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ

'হায়, আফসোস, আল্লাহর প্রতি (আমার কর্তব্যে) অবহেলা করেছিলাম!'[১২]

হে নফস, তোমার জন্য হয়তো জান্নাত, নয়তো জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। হয়তো সফলতা, নয়তো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তোমাকে। হয়তো চিরসুখের বাসস্থানে স্থান পাবে, নয়তো চিরশাস্তির জাহান্নামে। হয়তো সৌভাগ্যবান হবে, নয়তো দুর্ভাগা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাপের রাজ্যে ডুবে থাকা নফসের জন্য কি আশার আলো নিভে গেছে? মন্দ আমলের কারণে কি তাকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামেই যেতে হবে? না...। বরং জীবনের সামান্য মুহূর্ত বাকি থাকা পর্যন্তও তাওবার দরজা তোমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

হে নফস, এবার তো ছাড়ো আমাকে। অবশিষ্ট নিভু নিভু ইমান নিয়ে আমি বাকি জীবন গুনাহমুক্ত কাটাতে চাই। আশা রাখি, তাতে যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতিদের সাথে একত্রিত করেন। আমি তোমার থেকে মুক্ত হতে চাই। কারণ, যেটুকু সময় আছে, তাতে এতদিন যা অবহেলা করেছি, সেগুলো কাটিয়ে উঠব আমি। দুনিয়া থেকে আমার সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগেই আমাকে ছেড়ে দাও, মুক্ত করে দাও। কেননা, আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোনো মুক্তিদাতা ও আশ্রয়দাতা নেই।

প্রিয় বোন, এ জন্যই আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। প্রয়োজনহীন করে ছেড়ে দেননি। বরং আল্লাহ তাআলা তোমাকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তা হলো, তাঁর ইবাদত করা। তিনি ইরশাদ করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

১১. সুরা আল-ফাজর, ৮৯ : ২৪।
১২. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৬।

'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।'[১৩]

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করার জন্য এই জগতে আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন। জীবন শেষ হয়ে গেলে সকলকে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। বান্দার মাঝে আর আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল থাকবে না। তখন তিনি ছোট-বড় সকল আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। অণু পরিমাণ বিষয়কেও ছাড় দেওয়া হবে না। হাদিসে কুদসিতে তিনি বলেন :

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

'হে আমার বান্দারা, এসব তোমাদের আমল। তোমাদের সামনেই তা গণনা করব। অতঃপর তোমাদের পরিপূর্ণরূপে প্রতিদান দেবো। সুতরাং যে ভালো কিছু পায়, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে এর বিপরীত কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।'[১৪]

১৩. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ৫৬।
১৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৭।

'যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে সওয়াল জওয়াব করতে করতে আসবে।'[৬]

হায়, যদি সেই মহান সত্তাকে চিনতাম, সবার উপস্থিতিতে যাঁর সামনে আমাকে ডেকে নেওয়া হবে! সেদিন কোন দেহ নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হব? কোন জবানেই বা কথা বলব?! কী উপায় হবে আমার? তখন তো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। যখন আমার অঙ্গগুলো আমার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে, তখন কী হবে আমার?! কে আমার পক্ষে প্রমাণ পেশ করবে? কে আমার পক্ষ হয়ে আমাকে রক্ষা করতে চাইবে?

আফসোস, তখন সঙ্গী-সাথিরা কেউ থাকবে না! প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। উপায়-উপকরণের কোনো পথ খোলা থাকবে না। ধোঁকাবাজ দুনিয়া আমার থেকে পালিয়ে বেড়াবে এবং বিতাড়িত শয়তান নিজেকে নির্দোষ বলে কেটে পড়বে। হায়, কেন আমি আল্লাহর সামনে পেশ করার মতো কোনো হিসাব তৈরি করে আনিনি এবং তাঁর কোনো শাস্তিকে ভয় করিনি! সেদিন যখন আমাকে আমার রবের থেকে আড়াল করে রাখা হবে এবং তিনি আমার দিকে তাকাবেন না, কথা বলবেন না এবং ক্ষমাও করবেন না, তখন কে আমার সহায় হবে?!

যখন আহ্বানকারী অবাধ্যদের আহ্বান করবেন, তখন কে আমাকে সাহায্য করবে? কার কাছে আশ্রয় নেব? কোথায় গিয়ে পালাব? অবশেষে যদি জাহান্নামের কোনো ঘুটঘুটে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আমার শাস্তির সিদ্ধান্ত হয়, তখন তো আমার দুঃখ আর আক্ষেপের কোনো অন্ত থাকবে না।

হে নফস, যাত্রার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তোমার মাথার ওপর অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। অতএব প্রস্তুত হও। সতর্ক থেকো; যেন তোমাকে নিয়ে দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা খেলা করতে না পারে। কারণ, অচিরেই তোমাকে এমন এক স্থানে অবতরণ করতে হবে, যেখানে খুব কাছের এবং আপনজনও আপন লোককে ভুলে যায়। এ ছাড়াও সেখানে তোমার ওপর বিশাল মাটির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে।

৬. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১১১।

হে আত্মা, মৃত্যু যাদেরকে দুনিয়ার বিশাল অট্টালিকা থেকে টেনে হেঁচড়ে কবর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, তাদের দিকে লক্ষ করো, শিক্ষা গ্রহণ করো। মনে রেখো, সুযোগ একবারই আসে। বারবার আসে না। মৃত্যুযন্ত্রণা যখন এসে পড়বে, তখন ফিরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। অতএব এখন সুযোগ থাকতে থাকতে প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এপার ছেড়ে ওপারে যাওয়ার আগেই তৈরি হয়ে থাকো। যদি তা না করো, তাহলে চিৎকার করে এই বলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকবে—

رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন; যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।'[৭]

لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'যদি কোনোরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব।'[৮]

هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ

'আমাদের ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?'[৯]

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'[১০]

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

৭. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯-১০০।
৮. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৮।
৯. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৪৪।
১০. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ১০।